যুগান্তর

ঢাবি প্রশাসনকে ১৫ দিনের আলটিমেটাম শিক্ষার্থীদের

গণরুম আন্দোলনে ভিপি নূরের সমর্থন

প্রকাশ : ০২ অক্টোবর ২০১৯, ০০:০০ | প্রিন্ট সংস্করণ

ঢাবি প্রতিনিধি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণরুম সংকট নিরসনে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে ১৫ দিনের আলটিমেটাম দিয়েছে শিক্ষার্থীরা। মঙ্গলবার বেলা ১১টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সন্ত্রাসবিরোধী রাজু ভাস্কর্যের পাদদেশে গণরুম সমস্যা সমাধান ও নবীন শিক্ষার্থীদের সর্বোচ্চ সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করে ভর্তির দাবিতে আয়োজিত এক ছাত্রসমাবেশ থেকে আলটিমেটাম দেয়া হয়। সমাবেশে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা বলেন, এ সময়ের মধ্যে সমস্যার সমাধান না করলে গণরুমের শিক্ষার্থীদের নিয়ে ভিসি অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের বাসভবনে উঠবেন।

ডাকসুর সদস্য তানভীর হাসান সৈকতের আহ্বানে বিভিন্ন হলের গণরুমের অর্ধশত শিক্ষার্থী কর্মসূচিতে অংশ নেন। তাদের হাতে ছিল 'আমরা এখন চুপসে গেছি, জ্ঞানশূন্য কালো মাছি', 'গণরুমের বঞ্চনা, মানি না মানব না', 'প্রথম বর্ষ থেকে বৈধ সিটের অধিকার চাই' প্রভৃতি লেখা সংবলিত প্ল্যাকার্ড। ১ সেপ্টেম্বর থেকে কবি জসীমউদ্‌দীন হলে নিজের আবাসিক কক্ষ ছেড়ে গণরুমে থাকতে শুরু করেন ডাকসু সদস্য সৈকত। নির্বাচনের সময় গণরুম সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিয়ে ভোট চাইলেও কোনো সমাধান করতে না পারার আক্ষেপ এবং ছাত্র প্রতিনিধির দায়বদ্ধতা থেকে গণরুমে উঠেছিলেন তিনি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের গণরুমগুলোতে ধারণক্ষমতার কয়েকগুণ শিক্ষার্থী থাকছে। হলভেদে চারজনের কক্ষে কোনো কোনো ক্ষেত্রে ৩০-৩৫ জন শিক্ষার্থীও একটি কক্ষে থাকছে। গত মার্চে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচন হলেও এ অবস্থার কোনো পরিবর্তন হয়নি। সৈকত এ সংকট নিরসনে ভিসি, হল প্রাধ্যক্ষগণ ও ডাকসুর নির্বাচিত সদস্যদের সমস্যা সমাধানে নিজের প্রস্তাব জানিয়ে চিঠি দেন। সৈকতের অভিযোগ, ভিসি সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিয়েও এ বিষয়ে কোনো কার্যকর পদক্ষেপ নেননি। ফলে আন্দোলনে নামেন সৈকত।

ডাকসু নেতা তানভীর হাসান সৈকত বলেন, ডাকসুর পক্ষ থেকে ভিসি স্যারকে আমি গণরুম সমস্যা সমাধানে পদক্ষেপ নিতে প্রস্তাব দিয়েছি। তিনি আমাকে আশ্বাস দিয়েছিলেন। কিন্তু এক মাসেও এই বিষয়ে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি। এ সংকট নিরসনে ১৫ দিনের আলটিমেটাম দিয়ে ডাকসু নেতা বলেন, গণরুম সমস্যার যৌক্তিক সমাধান না করলে শিক্ষার্থীদের নিয়ে ভিসির বাসভবনে উঠবেন।

শিক্ষার্থীদের অধিকার আদায়ের প্রশ্নে ডাকসুর নির্লিপ্ততার সমালোচনা করে সৈকত বলেন, শিক্ষার্থীরা যাদের ভোট দিয়ে নির্বাচিত করেছেন, তারা এখন ব্যক্তি রাজনীতি নিয়ে বেশির ভাগ সময় ব্যস্ত থাকেন। ডাকসুর বড় বড় নেতারা শুধু টকশো নিয়েই ব্যস্ত আছেন আর একে অন্যকে দোষারোপ করে যাচ্ছেন। কেউ শিক্ষার্থীদের অধিকার নিয়ে কথা বলছেন না। উল্টো গণরুমকে পুঁজি করে রাজনৈতিক স্বার্থে শিক্ষার্থীদের ব্যবহার করা হচ্ছে। এটা হতে পারে না। সৈকতের দাবি, বিগত শিক্ষাবর্ষে প্রথমবর্ষে ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীদের আবাসন নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত নতুন শিক্ষাবর্ষের ভর্তি কার্যক্রম স্থগিত রাখতে হবে।

সমাবেশে আইন বিভাগের প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থী আরিফুল ইসলাম বিজয় বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ এমন হয় সেটা আমরা ভর্তির আগে কখনও ভাবিনি। আমাদের গণরুমগুলোতে পড়ার কোনো চেয়ার-টেবিল নেই, থাকার জায়গা হয় না। এসএম হলের প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থী রাকিব হাসান বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সময়ই আমাকে হল সংযুক্ত করে দেয়া হয়। সুতরাং আমি হলের একজন বৈধ ছাত্র। কিন্তু একজন বৈধ ছাত্র হয়েও আমাকে হলের বারান্দায় গাদাগাদি করে থাকতে হয়। সিট দেয়ার নামে এখানে বাণিজ্য হয়, এটা লজ্জার।

শিক্ষার্থীদের গণরুমের সমস্যা সমাধানে দেয়া আলটিমেটামে পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছেন ডাকসুর ভিপি নুরুল হক নূর। তিনি যুগান্তরকে বলেন, গত বৈঠকে একটি সিদ্ধান্ত হয়েছে প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থীদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সিট দেয়া হবে। যখনই কোনো ঘটনা ঘটে, তখনই তারা বলেন তদন্ত করে ব্যবস্থা নেব। পরে তদন্ত করে অপরাধীদের তারা পার করে দেন। ফলে

এক ধরনের আস্থাহীনতা থেকেই এমন কর্মসূচির ঘোষণা এসেছে। আমি এ দাবির সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত। ভিপি বলেন, ডাকসুতে যারা আছেন তারা রাজনৈতিক কারণে গণরুমের সমস্যা সমাধানে জোরালো ভূমিকা রাখেন না। বিশ্ববিদ্যালয়ে যে অপরাজনীতির চর্চা, তার অন্যতম দায় তাদের।

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক : **সাইফুল আলম**, প্রকাশক : **সালমা ইসলাম**

প্রকাশক কর্তৃক ক-২৪৪ প্রগতি সরণি, কুড়িল (বিশ্বরোড), বারিধারা, ঢাকা-১২২৯ থেকে প্রকাশিত এবং যমুনা প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং লিঃ থেকে মুদ্রিত।

পিএবিএক্স : ৯৮২৪০৫৪-৬১, রিপোর্টিং : ৯৮২৪০৭৩, বিজ্ঞাপন : ৯৮২৪০৬২, ফ্যাক্স : ৯৮২৪০৬৩, সার্কুলেশন : ৯৮২৪০৭২। ফ্যাক্স : ৯৮২৪০৬৬

E-mail: jugantor.mail@gmail.com

© সর্বস্বত্ব স্বত্বাধিকার সংরক্ষিত ২০০০-২০১৯ | এই ওয়েবসাইটের কোনো লেখা, ছবি, অডিও, ভিডিও অনুমতি ছাড়া ব্যবহার বেআইনি।